৭৫

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 10 MAR 1998 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

শিক্ষা ব্যবস্থায় অরাজকতা

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা একদিকে অবহেলা-উদাসীনতা এবং অন্যদিকে, তাৎক্ষণিক অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত—এই উভয় প্রবণতার শিকার। একটি স্বাধীন উন্নয়নগামী দেশের উপযোগী পাঠ্যক্রমসহ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার তাগিদ বরাবরই উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় এই তাগিদ জাতীয় পর্যায়ে কখনই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়নি। মাঝে-মধ্যে যেসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা সার্বিক বিবেচনায় নেয়া হয়নি। অর্থাৎ শিক্ষার ব্যাপারে জাতীয় আবেগ-অনুভূতি, আশা-আকাংক্ষা এবং বাস্তব প্রয়োজনীয়তা—কোনোটাই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে গণ্য করা হয়েছে, একথা বলার কোনো অবকাশ নেই। ফলে, বিশৃংখলা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কখনো কখনো তা অরাজক অবস্থায়ও পৌঁছেছে। ফলে, এদেশের শিক্ষা চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এবং কোনোভাবেই তাকে একটি স্বাধীন দেশের আকাংক্ষা ও চাহিদার উপযোগী মনে করা যায় না। একই দেশে একই সময়ে বিচিত্র সব পদ্ধতির শিক্ষা চালু থাকার কারণ না থাকলেও এদেশে তা রয়েছে। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের একাংশ কিন্ডারগার্টেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে এক ধরনের শিক্ষা লাভ করছে; অন্যদিকে, ভবিষ্যৎ নাগরিকদের বৃহৎ অংশ সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্য ধরনের শিক্ষা লাভ করছে। এখানেও আবার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যেমন রয়েছে সাধারণ কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলগুলোর শিক্ষার মধ্যে। এদেশে প্রচলিত বিচিত্রমুখী এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আর যা-ই বলা হোক, কোনোমতেই গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা বলা যাবে না।

সম্প্রতি শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষাদানের সময় বৃদ্ধির নামে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মাধ্যমিক শাখা থেকে দেশের বিদ্যালয়গুলোর সময়সূচী পরিবর্তন ও নতুন ক্লাস রুটিন তৈরীর যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে—তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বলে দৈনিক ইনকিলাব-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নির্দেশের ফলে ডবল শিফ্‌ট স্কুলে সকাল ৭টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ৩০০ মিনিট প্রভাতী শাখা এবং দুপুর ১২টা থেকে ৫টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত মোট ৩১৫ মিনিট দিবা শাখার সময়সূচী নির্ধারিত হবে। অন্যদিকে, একক শিফ্‌টের স্কুল সকাল ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত মোট ৩৬০ মিনিট নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ শিফ্‌ট স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান কার্যক্রম পৌনে ১ ঘন্টা থেকে ১ ঘন্টা কম হচ্ছে। এ ছাড়া শিফ্‌ট স্কুলের দিবা শাখার ক্লাসের শেষ সময় শীতকালে মাগরিবের নামাজের সময় পর্যন্ত প্রসারিত হবে। অভিজ্ঞ শিক্ষক মহলের বরাত দিয়ে ঐ প্রতিবেদনে সময়সূচীর ক্ষেত্রে সমসময় নির্ধারণ এবং ডবল শিফ্‌ট স্কুলের দিবা শাখার সময়সূচীর শেষ সীমা বিকাল ৫টা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় অরাজক পরিস্থিতির আরো একটি চিত্র পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের কয়েকটি স্কুলের পাঠ্য বইয়ের তালিকা পরীক্ষা করে এবং শিক্ষকদের সাথে কথা বলে রেফারেন্স বই পাঠ্যসূচীভুক্ত করার ক্ষেত্রে যে অরাজক চিত্র পাওয়া গেছে তার প্রেক্ষিতে উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুলই সরকারের বেঁধে দেয়া নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে নিজেদের খেয়াল খুশি মতো নিম্নমানের বই পাঠ্য করে অসৎ প্রকাশকদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়। এসব স্কুলকে কখনোই কোনো জবাবদিহি করতে হয় না এবং পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে একমাত্র তদারকি প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড এ ব্যাপারে কোনো খোঁজ-খবর রাখে না। অথচ, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স বইয়ের তালিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, এই তালিকার বাইরে কোনো বই পাঠ্য করা হলে বোর্ডের অর্ডিন্যান্স ও সরকারী বিধি অনুযায়ী ঐ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উক্ত প্রতিবেদনে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একজন ঊর্ধ্বতন কর্তকর্তার বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, বিষয়টি দেখা-শোনা করার কোন সিস্টেম বোর্ডের নেই। এটা দেখা-শোনা করবেন জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা এবং শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা। এই দায়িত্ব যে পালিত হচ্ছে না—এটা আর বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে, শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এত অনিয়ম, এত অবহেলা ও এত দায়িত্বহীনতা শিকড় গেড়ে বসেছে যে, উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোকে এখন আর অস্বাভাবিক বলেই মনে হয় না। শিক্ষা ব্যবস্থায় এই অরাজক অবস্থা জাতির জন্য কোনোভাবেই মঙ্গল ডেকে আনতে পারে না। এই কথা এ যাবত কবার বহুভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু অনিয়ম, দুর্নীতির অবসান ঘটিয়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার কার্যকর উদ্যোগ কখনই গৃহীত হয়নি। মাঝে মধ্যে যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে তা সুবিবেচনাপ্রসূত না হওয়ায় পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে ও বিশৃংখল হয়েছে মাত্র। শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক কাঠামো বিন্যাস, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির সংস্কার—ইত্যাদি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ব্যাপারে সৎ, আন্তরিক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না গেলে সত্যিকার গণমুখী শিক্ষা প্রবর্তন সম্ভব হবে না এবং সম্ভব হবে না জাতীয় আকাংক্ষা ও চাহিদা পূরণও। শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট মহল এবং সরকার এই বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন—একথা কেউ বিশ্বাস করবেন না। তাহলে, সমস্যাটা কোথায়? কিছু প্রচলিত ধ্যান-ধারণা এবং কিছু গোষ্ঠী স্বার্থ ছাড়া এক্ষেত্রে বড় কোনো বাধাতো থাকার কথা নয়। কেননা, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আজ যে অরাজকতা শিকড় গেড়ে বসেছে, তা সমূলে উৎপাটিত হোক, দেশে সুষ্ঠু, সুন্দর কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠুক—এটা সকলেরই কাম্য। এই আকাংক্ষা পূরণে আশু অগ্রসর না হলে, ভবিষ্যতে জাতিকে বড় মূল্য দিতে হলেও বিস্মিত হওয়া যাবে না।